মূল শব্দাবলীঃ
যুবকসমাজ- যুবক
পথপ্রদর্শন/ লালন করা
দায়িত্ব

Majlis Ugama Islam Singapura

Friday Sermon

3 July 2026 / 17 Muharram 1448H

ন্যায়পরায়ণ যুবসমাজ গঠন - সকলের সম্মিলিত দায়িত্ব

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي هَدَانَا لِهٰذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللّٰهُ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ، فَيَا عِبَادَ اللَّهِ، اتَّقُوا اللَّهَ. قَالَ تَعَالَى: يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ.

মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার রহমতপ্রাপ্ত সম্মানিত সুধী,

আসুন, আমরা মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার তাকওয়া অবলম্বন করি। তাঁর সকল আদেশ নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করি এবং তাঁর সকল নিষিদ্ধ বিষয় থেকে বিরত থাকি। আমরা মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার নিকট প্রার্থনা করি, তিনি যেন এই মহিমান্বিত মুহাররম মাসকে আমাদের জন্য দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ ও সফলতা অর্জনের অনুপ্রেরণা হিসেবে কবুল করেন এবং আমাদেরকে সর্বদা নেক আমলের পথে অটল থাকার তাওফীক দান করেন। আমীন, ইয়া রাব্বাল আলামীন।

প্রিয় ভাইয়েরা,

আমরা কি কখনো ভেবে দেখেছি—ইসলামের দৃষ্টিতে যুবসমাজের মর্যাদা ও অবস্থান কী?

এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে আমরা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একজন মহান সাহাবি, হযরত আবু সাঈদ আল-খুদরি রাদিয়াল্লাহু আনহুর একটি বক্তব্য থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারি। তিনি অল্প বয়সেই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন এবং যুবকদের মর্যাদা সম্পর্কে অত্যন্ত সুন্দর একটি দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছেন।

বর্ণিত আছে, যখনই তিনি কোনো যুবককে দ্বীনি জ্ঞান অর্জনের উদ্দেশ্যে তাঁর নিকট আসতে দেখতেন, তখন তিনি বলতেন, **"স্বাগতম, হে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আমানতদারগণ!"**

'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আমানতদার'—কতই না তাৎপর্যপূর্ণ একটি উপাধি! যে যুবকদের প্রতি নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিশেষ মনোযোগ দিয়েছেন, তাঁদের শিক্ষা দিয়েছেন এবং উম্মাহর ভবিষ্যৎ গঠনের দায়িত্ব অর্পণ করেছেন—তাঁদেরকেই এভাবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। বিশেষ করে যারা নিষ্ঠার সঙ্গে দ্বীনি জ্ঞান অর্জন করে এবং তা মানবজাতির কল্যাণে প্রচার ও শিক্ষা দেয়, তারা এ মহান মর্যাদার অধিকারী।

প্রিয় ঈমানদার ভাইয়েরা,

আমরা সবাই জানি, একজন যুবকের চিন্তা-চেতনা, মূল্যবোধ ও জীবনবোধ অনেকাংশেই নির্ভর করে তার চারপাশের প্রাপ্তবয়স্কদের গড়ে তোলা পরিবেশের ওপর। তাই প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের, বিশেষত ঈমানদারদের ওপর এটি একটি মহান আমানত ও পবিত্র দায়িত্ব যে, তারা আল্লাহ তাআলার হিদায়াত অনুযায়ী যুবসমাজকে সঠিক পথে পরিচালিত করার জন্য যথাযথ ভূমিকা পালন করবেন।

এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআন আমাদের জন্য অসংখ্য শিক্ষণীয় ঘটনা, মূল্যবান উপদেশ এবং হৃদয়স্পর্শী দোয়া বর্ণনা করেছে, যা তরুণ প্রজন্মকে সুশিক্ষিত ও সুশৃঙ্খলভাবে গড়ে তোলার সর্বোত্তম

দিকনির্দেশনা প্রদান করে। এর অন্যতম হলো, সূরা লুকমানের ১৭ নম্বর আয়াতে একজন নেককার পিতার পক্ষ থেকে তাঁর সন্তানের প্রতি প্রদত্ত মহামূল্যবান উপদেশ।

يَٰبُنَيَّ أَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ وَأۡمُرۡ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَٱنۡهَ عَنِ ٱلۡمُنكَرِ
وَٱصۡبِرۡ عَلَىٰ مَآ أَصَابَكَۖ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنۡ عَزۡمِ ٱلۡأُمُورِ ١٧

অর্থঃ *"হে বৎস! সালাত (নামায) কায়েম করো, সৎ কাজের নির্দেশ দাও, অসৎ কাজে নিষেধ করো এবং তোমার ওপর যে বিপদ আসে তাতে ধৈর্যধারণ করো। নিশ্চয়ই এটি দৃঢ় সংকল্পের কাজ।" [০.৫.২]*

সম্মানিত ঈমানদার ভাইয়েরা,

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র সিরাত থেকেও আমরা জানতে পারি, যুবসমাজের চরিত্র গঠন এবং তাদের যোগ্যতা বিকাশের সর্বোত্তম পদ্ধতি কী। এ বিষয়ে সাহাবি হযরত যায়েদ ইবন সাবিত রাদিয়াল্লাহু আনহুর ঘটনাটি আমাদের জন্য এক অনন্য দৃষ্টান্ত।

তখন যায়েদ রাদিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন একজন তরুণ। তাঁর অল্প বয়সের কারণে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণের অনুমতি দেননি। কিন্তু তিনি তাঁর উদ্দীপনাকে কখনো তুচ্ছজ্ঞান করেননি বা নিরুৎসাহিতও করেননি। বরং তাঁর পড়াশোনা ও মুখস্থ করার অসাধারণ যোগ্যতা উপলব্ধি করে তাঁকে ইহুদি সম্প্রদায়ের ভাষা—হিব্রু ভাষা—শেখা ও আয়ত্ত করার দায়িত্ব প্রদান করেন, যাতে তিনি অন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে উম্মাহর সেবা করতে পারেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ নির্দেশ যথাযথভাবে পালন করে হযরত যায়েদ ইবন সাবিত রাদিয়াল্লাহু আনহু অল্প বয়সেই তাঁর সরকারি লেখক (কাতিবে ওহি) ও অনুবাদক হওয়ার

সৌভাগ্য অর্জন করেন। এভাবেই রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গভীর প্রজ্ঞা, সুদূরপ্রসারী দৃষ্টিভঙ্গি এবং সীমাহীন মমতার মাধ্যমে যুবকদের অন্তর্নিহিত প্রতিভা বিকশিত করতেন এবং তাদের সক্ষমতাকে যথাযথভাবে কাজে লাগাতেন। পরবর্তীকালে হযরত যায়েদ রাদিয়াল্লাহু আনহু উম্মাহর একজন বিশিষ্ট আলিমে পরিণত হন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তিকালের পর পবিত্র মুসহাফ সংকলনের মহান দায়িত্ব পালনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন।

প্রিয় ঈমানদার ভাইয়েরা,

উপরোক্ত ঘটনাগুলো আমাদের গভীরভাবে আত্মসমালোচনা করতে আহ্বান জানায়। আমরা কি কখনো ভেবে দেখেছি—যুবসমাজকে সঠিক পথে পরিচালিত করার ক্ষেত্রে আমাদের ভূমিকা কী? সর্বশেষ কবে আমরা পরবর্তী প্রজন্মের ঈমানদারদের চরিত্র গঠনে অনুপ্রেরণার উৎস হতে পেরেছি?

এ প্রসঙ্গে আজকের খুতবায় আমাদের করণীয় হিসেবে চারটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তুলে ধরা হচ্ছে।

প্রথমত: উত্তম আদর্শ স্থাপন করা

যুবসমাজ অত্যন্ত সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষক। তারা অনেক সময় কথার চেয়ে কাজ থেকেই বেশি শিক্ষা গ্রহণ করে। তাই শুধু তাদের নেক কাজের উপদেশ দেওয়া, সালাত আদায়ের নির্দেশ দেওয়া কিংবা গুনাহ থেকে বিরত থাকার আহ্বান জানানোই যথেষ্ট নয়, যদি তারা আমাদের নিজেদের জীবনেই এসবের বাস্তব প্রতিফলন না দেখে। অতএব, আসুন আমরা সর্বাগ্রে নিজেদের এমন আদর্শ মুমিন হিসেবে গড়ে তুলি, যার চরিত্র, আচার-আচরণ ও আমল যুবসমাজের জন্য অনুসরণীয় দৃষ্টান্ত হয়ে ওঠে।

দ্বিতীয়ত: প্রজ্ঞা ও প্রজ্ঞাপূর্ণ পদ্ধতিতে দিকনির্দেশনা দেয়া

এটাই ছিল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহান আদর্শ। তিনি কখনো বকাঝকা, তিরস্কার, উপহাস বা বারবার ভর্ৎসনার মাধ্যমে যুবকদের চরিত্র গঠন করেননি। বরং তিনি কোমলতা, স্নেহ-মমতা

এবং উত্তম আচরণের মাধ্যমে তাদের অন্তর্নিহিত প্রতিভা ও সম্ভাবনাকে বিকশিত করেছেন। নিঃসন্দেহে ভুল সংশোধন করা প্রয়োজন; তবে তা এমন পদ্ধতিতে হওয়া উচিত, যা গঠনমূলক এবং যা ভুলকে শেখার ও আত্মশুদ্ধির একটি স্বাভাবিক ধাপ হিসেবে বিবেচনা করে।

তৃতীয়ত: যুবসমাজের প্রতি আস্থা রাখা

যুবকদের যোগ্যতা ও সামর্থ্যকে কখনো খাটো করে দেখবেন না। আমরা ইতিপূর্বে দেখেছি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কীভাবে হযরত যায়েদ ইবন সাবিত রাদিয়াল্লাহু আনহুর ওপর অল্প বয়সেই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন। যদি আমরা দেখি যে আমাদের তরুণদের কোনো দক্ষতার ঘাটতি রয়েছে, তবে তাদের সেই দক্ষতা অর্জনে যথাযথ দিকনির্দেশনা ও সহযোগিতা প্রদান করি। তাদের আগ্রহ, মেধা ও সামর্থ্য অনুযায়ী উম্মাহ ও সমাজের কল্যাণে অবদান রাখার সুযোগ করে দিই, যাতে তারা নিজেদেরকে সম্মানিত ও মূল্যবান মনে করে। একদিন তারাই দ্বীনের আমানত বহন করবে এবং সমাজ ও উম্মাহর আশা-আকাঙ্ক্ষার দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেবে।

চতুর্থত: যুবসমাজের জন্য আন্তরিকভাবে দোয়া করুন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর চারপাশের তরুণদের কল্যাণের জন্য সর্বদা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার নিকট দোয়া করতেন। তাদের সঙ্গে সুসম্পর্ক গড়ে তোলা ও উৎসাহ প্রদান করার পাশাপাশি আমাদের দোয়াও হওয়া উচিত তাদের প্রতি আমাদের আন্তরিক ভালোবাসা, নির্ভরতা এবং এই অটল বিশ্বাসের প্রকাশ যে, মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা যাকে ইচ্ছা কল্যাণ ও হিদায়াত দান করতে সর্বশক্তিমান।

সম্মানিত ঈমানদার ভাইয়েরা,

একটি সৎ, আদর্শ ও আল্লাহভীরু প্রজন্ম গড়ে তোলা আমাদের সবার সম্মিলিত দায়িত্ব। বয়োজ্যেষ্ঠদের উচিত তাদের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করা, আর তরুণদেরও উচিত আন্তরিকতার সঙ্গে দিকনির্দেশনা গ্রহণে প্রস্তুত থাকা। এটি একমুখী সম্পর্ক নয়; বরং এমন এক পারস্পরিক বন্ধন, যা উভয় পক্ষকে শক্তিশালী করে, পরস্পরের কল্যাণ সাধন করে এবং একটি ঈমানদার, সুসংহত ও সমৃদ্ধ সমাজ গঠনে সহায়ক হয়।

আমরা মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার নিকট প্রার্থনা করি, তিনি যেন আমাদের পারস্পরিক ভালোবাসা ও ভ্রাতৃত্বের বন্ধন আরও সুদৃঢ় করে দেন, আমাদের প্রতিটি পদক্ষেপকে সঠিক পথের দিশা দান করেন এবং তাঁর অশেষ রহমত আমাদের সকলের ওপর বর্ষণ করেন।

আমীন, ইয়া রাব্বাল আলামীন।

أَقُوْلُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ العَظِيْمَ لِي وَلَكُمْ، فَاسْتَغْفِرُوْهُ إِنَّهُ هُوَ الغَفُوْرُ الرَّحِيْم.

Second Sermon

الحَمْدُ للهِ حَمْدًا كَثِيرًا كَما أَمَر، وَأَشْهَدُ أَن لا إِلَه إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلى سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ وَعَلى آلِهِ وَأَصْحابِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْد، فَيا عِبادَ الله، اِتَّقُوا اللهَ تَعالَى فِيما أَمَر، وانْتَهُوا عَمّا نَهاكُم عَنْهُ وزَجَر.

أَلا صَلُّوا وَسَلِّمُوا عَلى النَّبِيِّ الْمُصْطَفَى، فَقَدْ أَمَرَنا اللهُ بِذلِك حَيْثُ قالَ فِي كِتابِهِ العَزِيز: إِنَّ اللهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يا أَيُّها الَّذِينَ ءامَنُوا صَلُّوا عَلَيهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبارِكْ عَلى سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ وَعَلى آلِ سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ.

وارْضَ اللَّهُمَّ عَنِ الخُلَفاءِ الرَّاشِدِينَ المَهدِيِّينَ سادَاتِنا أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمانَ وَعَلِيّ، وَعَن بَقِيَّةِ الصَّحابَةِ وَالقَرابَةِ وَالتّابِعِين، وَتابِعِي التّابِعِين، وَعَنّا مَعَهُم وَفِيهِم بِرَحْمَتِك يا أَرْحَمَ الرَّاحِمِين.

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِناتِ، وَالمُسْلِمِينَ وَالمُسْلِماتِ، الأَحْياءِ مِنْهُم وَالأَمْواتِ. اللَّهُمَّ ادْفَعْ عَنّا البَلاءَ وَالوَباءَ والحَرْبَ وَالاعْتِداء. اللَّهُمَّ إِنّا نَسْتَوْدِعُكَ أَنْفُسَنا وَأَهْلَنا وَبِلادَنا، وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شُرُورِ الْمُفْسِدِينَ،وَكَيْدِ الْمُعْتَدِينَ، وَظُلْمِ الظّالِمِينَ. اللَّهُمَّ إِنّا نَجْعَلُكَ فِي نُحُورِهِمْ، وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شُرُورِهِمْ.

اللَّهُمَّ انْصُرْ إِخْوَانَنا الْمُسْتَضْعَفِيْنَ فِي غَزَّة وَفِي فِلِسْطِينَ وَفِيْ كُلِّ مَكانٍ عامَّةً، يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ. اللَّهُمَّ بَدِّلْ خَوْفَهُمْ أَمْنًا، وَحُزْنَهُمْ فَرَحًا، وَهَمَّهُمْ فَرَجًا، يَا رَبَّ العَالِمِينَ. رَبَّنا آتِنا فِي الدُّنيا حَسَنَةً، وَفِي الآخِرَة حَسَنَةً، وقِنا عَذابَ النَّارِ.

عِبادَ اللهِ، إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتاءِ ذِي الْقُرْبى، وَيَنْهى عَنِ الفَحْشَاءِ وَالْمُنكرِ وَالبَغْيِ، يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، فَاذْكُروا اللهَ العَظِيمَ يَذْكُرْكُمْ، وَاشْكُرُوهُ عَلَى نِعَمِهِ يَزِدْكُمْ، وَاسْأَلُوهُ مِن فَضْلِهِ يُعْطِكُم، وَلَذِكْرُ اللهِ أَكْبَرُ، وَاللهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ.